তারিখ ..13 FEB 1992...
পৃষ্ঠা...9.....কলাম.....

আজকের কাগজ

957

প্রসঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গ্রুপিং

মুহাম্মদ আতীকুর রহমান

অভিমত

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ শিক্ষায়তনগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মহল তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মাঝে যে চরম দলাদলি ও পরস্পর হিংসাত্মক মনোভাব বিরাজমান তা নিঃসন্দেহে চরম লজ্জাস্কর ঘটনা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য চির অমঙ্গলকর।

শিক্ষকদের এই গ্রুপিং-এর পিছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে অর্থাৎ এর উৎসব বা কারণটা কি? এটি কেন খারাপ বা মঙ্গলজনক নয়? এর ফলাফল কি এবং কাদের উপর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বর্তাচ্ছে?

মূলতঃ আমাদের দেশে যে দু'টি রাজনৈতিক দল প্রধানত বর্তমান, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাম সংগঠন এবং অপরটি ডান সংগঠন। শিক্ষকদের মধ্যে অবশ্য এ দল দু'টির পরিচয় দু'টি ছদ্মনামে। আর তা হচ্ছে ঃ রবীন্দ্র গ্রুপ এবং নজরুল গ্রুপ। উভয় গ্রুপের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সম্পর্ক আপাতদৃষ্টে ভালো মনে হলেও তা কিন্তু দা-কুড়ালের মতই। যেমন ধরা যাক, কোন ছাত্র যদি তার কঠোর অধ্যবসায় এবং কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের দ্বারা কোন গ্রুপের শিক্ষকের হৃদয় মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, তাহলেই সে ছাত্রের ভাগ্য ষোলআনাই মন্দ। কারণ ভিন্ন গ্রুপের শিক্ষক তখন ওঁৎ পেতে বসে থাকেন, কখন তার কাছে উক্ত ছাত্রের পরীক্ষার খাতাটি আসে; আর টিউটোরিয়াল, প্রাকটিক্যাল, ফিল্ডওয়ার্ক এগুলোতে সে ছাত্র নিঃসন্দেহে ফেল অথবা টেনে-টুনে, কোনমতে পাস। এই তো গ্রুপিং-এর ডানহাতের বজ্রমুষ্ঠি। ঠিক যেন ঃ "দোষ করলো বামুন ঠাকুরে, আর বাজ পড়লো গরীবের ঘরে।"

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্ররা পড়তে আসে অনেক উচ্চাশা নিয়ে। তারা লেখাপড়া সুন্দরভাবে শেষ করবে, তারপর করবে চাকরি-বাকরি যদি ভাগ্যে জোটে, অথবা অন্য কোনভাবে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেবে এবং এরপর বিবাহ, সংসারধর্ম, সমাজসেবা, দেশসেবা--আরো কত কিছুই তো করার আছে। কিন্তু তাই বলে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার কখনোই উচিত হবে না, শুধুমাত্র গ্রুপিং চালের দাবা খেলে কোন ছাত্রের আশার আলোটুকু ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়া।

মনে পড়ে যায় সেদিনকার কথা; সেদিন আমি বিকেল বেলাতে প্রেসে বসে প্রুফ দেখছিলাম আমার প্রথম বই 'ইসলাম ঃ এক সুদীপ্ত শীর্ষতা'র। আর আমার পাশে চেয়ারটিতে বসে একটি ছাত্র পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, তার চোখ হতে ক'ফোঁটা অশ্রু পত্রিকার পৃষ্ঠাতে শব্দ করে পড়লো এবং তারপরেই আমি ভালো করে লক্ষ্য করলাম, সে গভীর ব্যথায় চাপাকান্না করছে। আমি তার সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করলাম। সে এক পর্যায়ে তার সমস্ত ক্ষোভ ও দুঃখের কথাগুলি আমাকে খুলে বললো। তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ কিছুদিন হলো সে আইন বিভাগ থেকে অনার্স ৩য় বর্ষের পরীক্ষা সমাপ্ত করেছে; এখন তার রেজাল্টের পালা, কিন্তু সে শিক্ষকদের গ্রুপিং-এর শিকার এবং তাকে ফার্স্টক্লাস দেয়া হচ্ছে না।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মাঝে কঠিন বিদ্বেষ মনোভাব, চরম হিংসা, পরম রেষারেষি বিদ্যমান। আর এসবের মাশুল দিতে হয় কেবল ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই। "সব দোষ নন্দঘোষ"--এরকম ব্যাপারটি। আমার কথাই বা বাদ দেই কেন? দূর্ভাগ্যজনক হলেও এটি দিবালোকের মত সত্য, আজ আমি 'এয়ার লস'-এর ছাত্র এবং আমার সমকক্ষ সহপাঠিরা বর্তমানে অনার্স পরীক্ষার্থী। অনেক শিক্ষকের ব্যক্তিগত রোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আর তাইতো আমার দ্বিতীয় বর্ষের রেজাল্ট স্থগিত ঘোষণা করা হলো। এরপর আবারো আমাকে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

উন্নত বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রগুলির প্রতি দিকপাত করলে আমরা দেখতে পাবো, সেখানে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক এত মধুর যে, দেখে মনে হবে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

তাছাড়া সেখানে যে ধারাটির উপর অতীব গুরুত্ব দেয়া হয় সেটি হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে পড়াশুনা এবং আরো অধিক পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে এর উল্টোটি। মেধার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে পিছপা হয়ে শিক্ষক সমাজ আমাদের লেখাপড়ার ঝোঁক উত্তরোত্তর দাবিয়ে দিচ্ছেন। অবশ্য এ দেশের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা এর জন্য কম দায়ী না।